রাজদপুরে।

একাঙ্ক কমিডি।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, এম এ।

৩২ ও ৩ ন ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর গলি।

কলিকাতা।

১৫ই আশ্বিন শনিবার, ১৩২২ সাল

মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

৬৮নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by D. N. Panday.
at The Minerva Printing Works
68-A, Beadon Street.

কাশ্মীরিদের কি আনন্দ, পড়ল যেদিন নূতন বছর,
ফুলের মালায় সাজিয়ে দিল, প্রাসাদ, কুঁড়ে, সকল ঘর,
হাসি, গান, ও নাচের মাঝে, রাতদুপুরের লুটোপুটি ;
পাহাড়-ঘেরা নদীর তীরে, দেখ্‌তে গেলাম মোরা দুটি !
মনে রেখো, হে-প্রেয়সী ! এটা তারি চিহ্ন স্মৃতির,
আন্‌বে মনে—পঞ্চনদী, পাহাড়, হ্রদ, ও তবীর তীর।

জম্মু—কাশ্মীর। নওরোজ, ১৩১৯

প্রস্তাবনা।

দেখো যেন, জেগে থেকো, আজ থেকে ঠিক দুপুর রাতে।
পাছে তুমি ঘুমিয়ে পড়, যেও নাকো বিছানাতে।
"কাকের কি থাকলে বেল? গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল!"
ও সব কথা ভেব না কো, এনে দোবো তোমার হাতে।
দেখিয়ে শুধু বুকের পাটা, তুলে নেবে পথের কাঁটা,
না হলে ফক্কে যাবে, পড়্‌লে ধরা হাতে নাতে।
হাতে সে মার্‌বে নাকো, মারেত মার্‌বে ভাতে।
মোদ্দা এটা জেনো খাঁটি, তোফা চীজ যে পরিপাটি,
টকে ঝালে ঝোলে চলে, দেওয়া যায় রাজার পাতে।

স্থান—বোগ্দাদের উপকণ্ঠের সহর

চরিত্র।

মজবদার, দফাদার, দফাদারের পরিচারক—ফজেল, মজবদারের পরিচারকগণ—ইর্ফান খসরু ও আবদুল, মজবদারের দৌহিত্রী—মেহের, মেহেরের ধাত্রী—কুলসম, ও মেহেরের পরিচারিকা ফতিমা।

মর্সিবদারের বাড়ীর সম্মুখ

দফাদার ও ফজেল।

দফা। আচ্ছা ফজেল! এই জায়গাটা মন্দ লাগ্‌ছে না ত—বোগ্দাদে থাক্‌তে পাড়াগেঁয়ে-সহরের নাম শুন্‌লে গায়ে জ্বর আস্‌ত—কিন্তু এ জায়গাটা মন্দ বোধ হচ্ছে না—বেশ সুন্দর লাগ্‌ছে।

ফজেল। এখানে দাদানশাবের অতটা বিষয় পেলেন আর এখানটা ভালো লাগ্‌বে না! কেউ বল্লে, আমি যদি অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে, একটা পোড়ো জমী, না হয় একটা পচা পুকুর না হয় নিজেন-পক্ষে একটা আঁস্তাকুড়ও পেতুম—তা হ'লে সেইখানটা ভালবেসে সেইখানেই পড়ে থাকতুম।

দফা। কেন তোর কি এখানটা ভালো লাগ্‌ছে না।

ফজেল। মোটেই না!

দফা। তবে তুই আমার সঙ্গে এখানে রয়েছিস কেন? তুই ইচ্ছা কর্লে আমার বোগ্দাদের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারিস।

ফজেল। আপনি না বল্লেও, আমি চাকরী ছেড়ে চলে যেতুম।

দফা। তবে রয়েছিস কেন?

ফজেল। তবে রয়েছিস কেন—এক জোড়া বাঁকা চোখের চাহনি আর একটা গোলাপী ঠোঁটের হাসির লোভে।

দফা। বলিস্ কিরে?

ফজেল। বোল্‌বো আর কি—ঠিক তাই।

দফাদার। হাতে হাত দে ফজেল, আমিও ভাল বেসেছি—তোর মতন আমিও ভালবেসে ফেলেছ—তোর আমার আজ একদশা—ভালবাসা রাজাকে ফকীর করে—ফকীরকে রাজা করে—ভালবাসা সবাইকে সমান ক'রে দেয়, প্রভু ভৃত্য প্রভেদ নাই—সব সমান।

ফজেল। ঐ কথাটা বোলবেন না হুজুর—ভালবাসাতে কিছুতেই আপনার কাছে ঘেঁসতে পার্কো না—আমি ত বাবা কখনও একটার বেশী দুটোকে একসঙ্গে ভালবাসতে পারি নি—কিন্তু আপনি যখন একবারে যোলটা ছুঁড়ীর সঙ্গে ঠিক সমানভাবে ভালবাসা চালিয়েছেন, তখন আমি তো আপনার যে গোলাম, সেই গোলাম।

দফাদার। সে সব কথা যেতে দে ফজেল—সে সব যৌবনের ক্ষণিক উত্তেজনা। এখন আমি ভালবাসি—কেবলমাত্র একজনকে ভালবাসি—

ফজেল। সে একজনটী কিনি?

দফাদার। সে—সে—স্বর্গের অপ্সরা।

ফজেল। একটা পৃথিবীর অপ্সরা টরা হ'লে ভাল হোতো—তাকে পেতে হোলে আপনাকে বোধ হয় স্বর্গে যেতে হবে।

দফাদার। না ফজেল, সে রকম সুন্দরী আর কাউকে দেখিনি,. এবার আর তোকে বেশী কষ্ট কোর্ত্তে হবে না—দৌড়দৌড়ি কোর্ত্তে হবে না—ঐ তার বাড়ী।

ফজেল। ঐখানে! ঐ বাড়ীতে যে আমার ফতিমা থাকে—সে যে ঐ বাড়ীর পরিচারিকা।

দফাদার। বলিস্ কি! ঐ বাড়ীতে তোর ফতিমা থাকে! তবে ত খুব মিল হোয়ে গেছে, এখন কোন মতে ফতিমাকে দিয়ে তার সঙ্গে

একবার দেখা করিয়ে দে—তা না হোলে মারা যাব—তাকে দূর থেকে কেবল একবারটী দেখেছি।

ফজেল। এইবার তাকে সত্য সত্য ভালবাসেন ব'লে মনে হচ্ছে।

দফাদার। কেন?

ফজেল। কারন এখন তার বিষয় কিছু জানেন না।

দফাদার। আমি জানি তার নাম মেহের, তার দাদামশায়ের সঙ্গে ঐ বাড়ীতে থাকে, তার মা বাপ কেউ নেই আমার দাদামশায়ের সঙ্গে তার দাদামশায়ের খুব ভাবছিল।

ফজেল। আমারও ঐ রকম কতকগুলো জানা আছে, ফতিমা আমায় চিঠি লিখেছিল—

দফাদার। কি চিঠি দেখা বোলছি—শীঘ্র দেখা।

ফজেল। ফতিমা লিখেছে (চিঠি বাহির করিয়া)

দফাদার! প'ড়ে যা।

ফজেল। "প্রাণের ফজেল, প্রিয়তম ফজেল, হৃদয়েশ ফজেল, হৃদয় সর্ব্বস্ব ফজেল"—

দফাদার। নে নে ওসব বাজে কথা যাক্। মেহেরের কথা কি লিখছে পড়।

ফজেল। আজ্ঞে দাঁড়ান না, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই পড়ছি! 'ভারতবর্ষ-প্রত্যাগত একজন সওদাগরের সঙ্গে মেহেরের বিয়ের ঠিক হয়েছে, কিন্তু সেই সওদাগরকে মেহের বা কর্ত্তা কেউ এখনও দেখেনি"

দফাদার। সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক! একমাত্র আশা তোর ফতিমা।

দফাদার। আপনি ত বোল্লেন—স্পষ্ট কথা ভালবাসেন।

মজুমদার। হাঁ—আমিও তোমায় স্পষ্ট সাদাসিদে কথায় বোলে দিচ্ছি তুমি একটি—বোকা আহাম্মক, মেহেরের যদি আগে বিয়ের ঠিক হোয়ে না থাকতো—তা হোলেও আমি তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতুম না—চোটোনা ভায়া, আমি স্পষ্ট কথা বলি কিনা।

দফাদার। স্পষ্ট কথার কি এই পুরস্কার—তার যদি অন্য জায়গায় বিয়ের ঠিক হোয়ে না থাকে, তা হোলে কি দোষে আমি তাকে পেতে পারি না। আমি নিশ্চয়ই তাকে পাবো—তাকে পাওয়া চাই-ই—পাওয়াচাই-ই। রাগ কোর্ব্বেন না—আমি মনের কথা বোলছি—পাওয়া চাই-ই।

মজুমদার। হাঃ—হাঃ—তোমার রকম দেখে আমার ভারি হাসি আস্‌ছে—আচ্ছা আমি বোলছি তার যদি অন্য জায়গায় না বিয়ের ঠিক হতো তা হ'লে তোমার সঙ্গেই বিয়ে দিতুম—অন্ততঃ আমি যে স্পষ্টকথা ভালবাসি এ'টা লোককে জানাবার জন্য-ও দিতুম।

দফাদার। কিন্তু মেহের'ত তার ভাবী স্বামীকে দেখেনি—সে যদি না পছন্দ করে।

মজুমদার। তোমাকেই কি সে দেখছে বাপু, যে তোমায় পছন্দ কর্ব্বে।

দফাদার। আমার দেখলে পছন্দ কোর্ত্তেই হবে। আচ্ছা এই চেহারাটা তাকে একবার দেখান্—আপনার দোহাই দেখান্—তারপর আড়ালে জিজ্ঞেসা কোর্ব্বেন—কি ব'লে।

মজুমদার। তা হ'তে পারে না দফাদার সাহেব—সে এখন আবুবক্করের বাগদত্তা হ'য়ে আছে।

দফাদার। (হাঁটু গাড়িয়া) আমার বুকটা কি রকম চিড় ধরেছে একবার দেখুন—এখুনি ভেঙ্গে যাবে—চৌচির হয়ে যাবে—একবার দেখান্।

মজ্লবদার। এটা সদর রাস্তা দফাদারসাহেব—এখন তোমাকে আমার বাড়ীতে কিছুতেই ঢুকতে দিতে পার্ব্বো না, পরশু রাতদুপুরের পর' বিয়ে হ'বে—তারপর যখন ইচ্ছে আমার বাড়ীতে ঢুকো, কিছু বোলবো না—কিন্তু দফাদার সাহেব পরশু রাতদুপুরের আগে তোমায় কিছুতেই আমার বাড়ীতে ঢুকতে দিতে পার্ব্বো না।

দফাদার। পরশু রাতদুপুরেই যেমন-কোরে-হোক মেহেরকে আমার কোরে নিতেই হবে। নেওয়া চাই-ই—কিছুতে না পারি, তাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবো।

মজ্লবদার। না হয় তাকে আমার বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে যাবে! আচ্ছা, তা যদি পার দফাদার সাহেব—তা হোলে, আমি তোমার সঙ্গে মেহেরের বিয়ে নিজে থেকে দিয়ে দোবো—

দফাদার। নিশ্চয়ই—নিয়ে যাবো!

মজ্লবদার। আচ্ছা এই কথা—আমি বোলে দিচ্ছি যদি পরশু রাত দুপুরের আগে, তাকে আমার বাড়ী থেকে ভুলিয়ে বা চুরি কোরে নিয়ে যেতে পার—তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে তার বিয়ে দোবো—আর তার সঙ্গে আমার এই সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দিয়ে দোব।

দফাদার। বেশ কথা, পরশু রাত্তিরেই নিয়ে যাবো।

মজ্লদার। এটা অত সোজা পাল্লা ভেবনা দফাদার সাহেব। সমস্ত দরজা, জানলা চাবী বন্ধ করে রেখে দোব—সমস্ত রাত জেগে বোসে থাকবো—কি করে নিয়ে যাও দেখবো।

দফাদার। দেখবেন তখন—নিয়ে যাবো-ই যাবো

মজবদার। হা—হা – তোমার বোকামী দেখে আমার ভারি হাসি পাচ্ছে।—পরন্তু রাত বারোটার পরেই তুমি যে একটা মস্ত গাধা তার প্রমাণ হোয়ে যাবে।

দফাদার। (স্বগতঃ) অসহ্য—অসহ্য—কিন্তু আমার হৃদয়ের ভালবাসা আমায় বোলে দিচ্ছে আমি তাকে পাবোই পাবো। আচ্ছা মজবদার সাহেব--আমারও এই কথা রইলো—আমি মিথ্যা ছেলেমানুষি কথা বোলছি না—আমিও বোলছি আমি যদি মেয়েকে চুরি কোরে না নিয়ে যেতে পারিব তা হ'লে আমার এই সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে দোবো!

মজবদার। বাজী রাখছো—হাঁ, না হ'লে সমস্ত সম্পত্তি হারবে।

দফাদার। নিশ্চয়ই – ভদ্রলোকের এক কথা।

মজবদার। বাবা! যে রকম জোর কোরে কথা বোলছে ইতি মধ্যেই না পগারপার কোরে নিয়ে থাকে – দেখে আসি।

দফাদার। আসুন দাদামহাশয়!

মজবদার। এর মধ্যেই দাদামহাশয়—তবে সত্য সত্যই নাকি–যাই।

[মজবদারের বাড়ীর মধ্যে প্রস্থান ও ফজলের প্রবেশ।

ফজেল। ফতিমাকে বাগিয়েছি—কিন্তু ও বাড়ীতে আরও চার চারটে চাকর আছে।

দফাদার। চার—চারটে চাকর—কে কে বল দেখি?

ফজেল। একটা খোঁড়া সেপাই আছে—সে একবার ডাকাত ধর্ত্তে গিয়ে খোড়া হয়ে যায়। সে খুব বিশ্বাসী বোলে মজবদার তাকে ভারি যত্ন করে, কিন্তু কোনো রকমে যদি আমরা একবার বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে

পারি, সে দেখতে পেলেও কিছু কোর্ত্তে পারবে না—সে খোঁড়া আমাদের দৌড়ে কিছুতে ধর্ত্তে পারবে না।

দফাদার। আর বাকী ?

ফজেল। ব'ড়ীর দরোয়ানটা একবারে কালা—ব'ড়ীতে সিঁদ কাট-লেও সে কিছু শুনতে পাবে না—কিন্তু আবদুল বোলে যে চাকরটা আছে সেটা কালাও নয়, খোঁড়াও নয়। গায়ে জোরও যেমন এদিকে প্রভুভক্তও তেমনি।

দফাদার। আর কেউ আছে ?

ফজেল। আর এক বেটি মাগী আছে তার নাম কুলসম—তাকে আমি চিনি—মেহেরের মা মরে যাবার পর থেকে মেহেরকে সে মানুষ কোরেছে—সে মেহেরকে খুব ভালবাসে। তার নাক, কাণ, চোক কিছুই বেঠিক নেই, সব ঠিক জায়গায় আছে।

দফাদার। তবে তাকেই'ত আগে হাত কোর্ত্তে হোচ্চে।

ফজেল। ঐ যে মাগী এদিকে আসছে—তবে আমি সরে পড়ি।

[প্রস্থান।]

ফজেল। দেখি, ওকে আমি কিছু দিয়ে হাতাতে পারি কি।

[কুলসমের প্রবেশ।

হাঁগা কুলসম বিবি !

কুলসম। কে বাবা।

দফাদার। তুমি কি ঐ বাড়ীতে চাকরী কর ?

কুলসম। আমি কুলসম বিবি—আমি চাকরী করি না, তোর বাবা ঐবাড়ীতে চাকরী ক'রে—আমি ঐ বাড়ীর গিন্নি তা জানিস্।

দফাদার। ভুল হোয়ে গেছে—মাফকর।

কুলসম। বেশ—আমি চল্লুম।

দফাদার। আমার একটা কথা, তোমায় রাখতে হবে!

কুলসম। (স্বগতঃ) বুঝেছি এই লোকটাই না কদিন আমাদের বাড়ীর চারদিকে ঘুরছিলো—বোধ হয় মেহেরের রূপ দেখে মজে গেছে দাঁড়াও তোমার বিষ ঝাড়ছি (প্রকাশ্যে রাগিয়া) কিহে বাপু—কি চাও?

দফাদার। কেন মিছি-মিছি রাগ কোচ্ছ?—এমন সুন্দর কোমল চেহারায়, কঠোর কর্কশ স্বর কি শোভা পায়?

কুলসম। (খুব চেঁচিয়ে) আমার চেহারা খারাপ আছে—আমার আছে—তোমার তাতে কিহে বাপু—আমার চেহারা তুলে গালাগাল দেবার তুমি কে?

দফাদার। কেন শুধু শুধু রাগ কোর্‌ছ?

কুলসম। রাগ কোর্ব্বনা?—খুব কর্ব্ব—তুমি যা মনে ক'রে এসেছ তা হোচ্চে না—সে গুড়ে বালী—মেহেরের পরশু রাঙ্গুপুরের পরই বিয়ে হয়ে যাবে।

দফাদার। তা হলেই বা—তোমায় কিছু না হয়—

কুলসম। ও কিছু মিছুতে কুলসম বিবি ভোলে না।

দফাদার। না (থলি বাহির করিয়া) এতে একশত মোহর আছে।

কুলসম। ওতে হয় না সাহেব—

(মজবদার দরজা খুলিয়া চৌকাঠে দাঁড়াইল, ঈষৎ দরজা ভেজাইয়া দেখিতে লাগিলেন, দফাদার তাহা দেখিতে পাইল,)

দফাদার। মজবদার। এই বার উল্টো চাপ দিতে হচ্ছে (কুলসমকে) তোমার প্রভুভক্তি দেখে সত্য সত্যই মুগ্ধ হোয়েছি

মজবদার। প্রভুভক্তিটা খুবই।

দফাদার মেহেব যাতে ভাল থাকে সুখে থাকে তুমি তা চাও—

কুলসম। নিশ্চয়।

দফাদার। নিশ্চয়—কিন্তু, আমি তোমার বিষয় অন্য কথা শুনেছি।

কুলসম। কার কাছে থেকে শুনলে?

দফাদার তোমার প্রভুর কাছে থেকেই শুনিছি।

কুলসম। সেটা তার বুদ্ধির দোষ।

মজবদার। (স্বগত) আবার আমায় গালাগাল।

দফাদার। নাও কুলসম বিবি—এটাকা নাও—এ তোমারই প্রাপ্য টাকা। তোমার প্রভুতে আর আমাতে বাজী রেখেছিলুম তুমি যদি নিতে রাজী হও ত বাজী হারতুম তুমি যখন নিতে রাজী হলে না তখন—বাজী জিতে তোমার প্রভুর বিষয় সম্পত্তি সমস্ত পাবো এখন এটা তোমার পুরস্কার বোলে সচ্ছন্দে নিতে পারো (কুলসম লইল) মজবদার সাহেব এবার বাজী হেরেছ—তার যেমন বোকা বুদ্ধি।

(মজবদারের প্রবেশ)

মজবদার। কে বোকা দেখাচ্ছি।

দফাদার। (ভান করিয়া) তাই তো কি হবে আমাদের সব কথা শুনেছে।

মজবাদর। হ্যাঁ—সব শুনেছি।

কুলসম। তা বেশ হোয়েচে।

দফাদার। মজবদার সাহেব আমাদের ক্ষমা করুন—বোকা কথাটা

মুখ দিয়ে কি রকম বেফাঁস বেরিয়ে গেছে—কুলসমের মত প্রভুভক্ত পরিচারিকা খুব কমই পাওয়া যায়!

মক্সবদার। থাম—আর তোমায় বোকা বোঝাতে হবে না।

কুলসম। বোকা কি রকম?

মক্সবদার। খবরদার তুই আর আমার বাড়ীতে ঢুকবিনি—সিদে এখান থেকে চোলে যাবি—আমার দুর্ভাগ্য যে মেহেরের সমস্ত ভার তোকে দিয়ে ছিলুম।

কুলসম। কি বোলছেন বুঝতে পাচ্ছি না!

মক্সবদার। তুই বুঝছিস না—কিন্তু আমি ঠিক বুঝছি—এখান থেকে সটাং সরে পড়—এখানে যদি আর ঘুরবি ত কোতোয়ালে পাঠিয়ে দেবো!

কুলসম। সত্য সত্যই কি আমার উপর রাগ কোচ্ছেন?

মক্সবদার। না মিছি মিছি রাগকচ্ছি—তোর সঙ্গে ঠাট্টা কচ্ছি এখন সরে পড়—খবরদার আমার বাড়ী ঢুকিসনি।

কুলসম। আমার কি অপরাধ?

মক্সবদার। যাস্তি বাত মাত বোলো—আভি যাও—তোমকো তলব যো বাকী হ্যায়—পিছু ভেজ দেগা!

দফাদার। আপনি ভুল কোচ্ছেন—স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—

মক্সবদার। আমি ভুল করি না করি সে আমি বুঝবো (কুলসমকে) তোর তিন কাল গিয়ে একালে ঠেকেছে—এই তোর মতিগতি আমার আগে থেকেই কেমন তোর ওপর সন্দেহ হ'ত, আজ ঠিক হাতেনাতে ধরেছি—এখন সব হুবাহু মিলে যাচ্ছে।

কুলসম। সত্যি নাকি! আচ্ছা আমিও দেখবো—কি কোর্ত্তে পারি দেখ্বেন!

মজবদার। মেলা বকবক করিস নি—স'রে পড়—কোথাও তোর চুলো ছিল না ভাগ্যিস আমি তোকে ঠাঁই দিয়ে ছিলুম।

দফাদার। মিথ্যে রাগ কোরে কেন বুদ্ধি হারাচ্ছেন।

মজবদার। তোমার বুদ্ধিতে গিয়ে ত' ও দশ বছরের চাকরীটা হারালে দেখ্‌লে। [মজবদারের প্রস্থান।

দফাদার। কি মাথা গরম লোক!

কুলসম। হোগ্‌গে মাথা গরম, কুলসম কাকেও ভয় করে না যেমন আমায় গালাগালি দিয়ে তাড়িয়েছে তেম্নি আমিও ওর মাথা হেঁট করাব তবে ছাড়বো। এস আমার সঙ্গে এস—আমি তোমায় মেহেরকে পাইয়ে দোবো—না পারি তা হ'লে আমার নাম কুলসম নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভাঙ্গা-মস্‌জিদ—জঙ্গল।

ফজেলের প্রবেশ।

ফজেল। উঃ বৃষ্টি পড়ছে—ফতিমা এই সময় ঐ মস্‌জিদের দক্ষিণকোনে থাকতে বোলে ছিলো—থাকি (ফজেল মস্‌জিদের এককোণে গিয়া দাঁড়াইল)।

[ফতিমার প্রবেশ]

ফতিমা। (স্বগত) কৈ এখনও আসেনি—এই কোনেইত থাকার কথা—থাকি [ফতিমা সেই কোণে আর একটা দেওয়ালে দাঁড়াইয়া রহিল]

ফতিমা। (স্বগতঃ) কি ভয়ানক বৃষ্টি (ছাতা খুলিয়া)

ফজেল। (স্বগতঃ) তাই তো বড় জোরে জল এলত (ছাতা খুলিল)

ফতিমা তাইতো মিন্‌সেটা এখনও এল না তো—আমায় মিছি-মিছি ভোগাচ্ছে।

ফজেল। আচ্ছা ফতিমার কি আক্কেল—একবার এলে হয় দেখবো।

ফতিমা। উঃ কি বৃষ্টি মিছি মিছি এতক্ষণ ধরে ভোগান—যদি আসে ত এই ছাতাপেটা কোর্ব্ব।

ফজেল। না আসবি তো মিথ্যা ভেজাবার দরকার—এলে চুলের মুটী ধ'রে মার্ব্বো।

ফতিমা। উঃ কি ভয়ানক পাজী—হাড় হাবাতে—হতচ্ছাড়া।

ফজেল। কি মিথ্যাবাদী—ছিনাল—জাঁহাবাজ।

ফতিমা। একবার দেখা পেলে হয়—মাবেব চোটে সিদে কোরে দো'বো—আমায় বৃষ্টিতে ভেজান।

ফজেল। একবাব দেখা পেলে হয়—মাবেব চোটে বিষ ঝেড়ে দোবো।

ফতিম। বিষ্টি একটু থেমেছে—ঘুবে দেখি।

ফজেল। এই বার একটু বৃষ্টি ধবেছে—দেখা পাই কি না দেখি।

(দুজনে ষ্টেজের বাহির দিকে অগ্রসর হইয়া দুইজনে দুইদিকে দেখিতে লাগিল তার পর দুইজনে ফিরিয়া)

ফতমা। এত ক্ষণে আসা হচ্ছে—পোড়াব মুখো।

ফজেল। এতক্ষণে—হতভাগী।

ফতিমা। আবাব গালাগাল—তবেবে।

ফজেল। আবার গালাগাল—তবে বে।

(উভয় উভয়ের চুলেব মুটী ধরিয়া)

ফতিমা। দাড়াও—তোমায় সিদে কোচ্ছি।

ফজেল। দাড়াও—তামার বিষ ঝাড়ছি।

(টানা টানিতে দুইজনেই বসিয়া পড়িল)

ফতমা। পাজী নচ্ছাব—হতভাগা।

ফজেল। পোড়াব মুখী—হতভাগী।

[ফুলসমের প্রবেশ]

ফুলসম। এই যে দুটোর পিরীত গড়াতে আরম্ভ কোরেছে—থামো, চুলোচুলি থামা—চুলোচুলি থামা।

ফজেল। না—ওকে আমি সিদে কোর্ব্ব।

ফতিমা। না—ওর আমি বিষ ঝাড়বো।

কুলসম। নে ছাড়—ছাড়।

ফজেল। কিছু ভয় না।

ফতিমা। কখনো না।

কুলসম। তোদের বাবর সব ঠিক কোরেছি—জানিস্।

ফজেল। (সাগ্রহে উঠিয়া) বল কি কুলসম বিবি!

ফতিমা। (সাগ্রহে উঠিয়া) বল কি কুলসম বিবি।

কুলসম। বলি ঠিক—তোদের বিয়ের ঠিক কোত্তে চলেছি।

ফতিমা। তবে কি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?

কুলসম। আগে দফাদার সাহেবের সঙ্গে তবের বিয়ে দি।

ফজেল। কি করবে তোর কুলসম দিদি—

কুলসম। আবুবক্কার সাহেব অ ক ভাব বর্ম থেকে জাহাজ ক'রে এখানে পৌঁচেছে, সে জাহাজ থেকে নামার আগেই বল্‌বো মেহেরের অসুখ কোরেছে, বিয়ে সাতদিন পিছিয়ে যাবে।

ফতিমা। সে তোমার বিশ্বাস কোর্বে কেন?

কুলসম। আমায় বিশ্বাস কোর্বে না?—বছর দুই আগে সে একবার যখন রোগাদে আসে তখন মজবদার যুদ্ধে গেছলো—আমার সঙ্গে শুধু দেখা হয়—সে আমার ছাড়া আর কাউকেও চেনে না, তখন মজবদার দপ্তরের অন্য চাকর কেউ ছিল না।

ফজেল। কিন্তু তা হ'লেও, কাল রাতদুপুরের মধ্যে—

কুলসম। দাঁড়ানা আগে আবুবক্কারকে আটকাই, তারপর দফাদার সাহেব সব ঠিক কোরে নেবে—আমি চল্লুম, তোরা যেন আবার চুলোচুলি করিস্‌নি। [প্রস্থান।

ফজেল। (ক্রন্দনের সুরে) তাইতো ফতিমা! তুই আমায় মারলি কেন?

ফতিমা। (ক্রন্দনের সুরে) আমার কি দোষে তুই আমার চুল ধরে টান্‌লি?

ফজেল। আমি তোর জন্তে শুধু দাঁড়িয়ে ভিজেছি—আর কিছু করিনি।

ফতিমা। এই দেখ্‌না—তোর জন্তে কত ভিজে গেছি।

ফজেল। কোথায় ভিজেছিস্ বল দেখি?

ফতিমা। ঐ খানে।

ফজেল। আমি যে ঐখানে দাঁড়িয়ে তোর জন্তে ঠায় ভিজেছি।

ফতিমা। তুই ঐখানে ছিলি? তবে ত ভারি ভুল হোয়ে গেছে।

ফজেল। আমারও ভুল হ'য়ে গেছে—আমি মাপ্ চাইছি।

ফতিমা। আমারও ভুল হ'য়ে গেছে—আমি পায়ে পড়ছি।

ফজেল। আয় আয় সব ঠিক হোয়েচে।

ফতিমা। ঠিক হয়েছে—তবে—

[ফতিমা গান ধরিল, এক এক কলি গাহিবার পর ফজেল হাস্যো-দ্দীপক অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল]

(গীত)

আজ কেমন ভাই, কাজ্‌লা মেঘে, বাদলা হাওয়া ব'য়ে যায়।
শিউরে ওঠে প্রাণটা আমার বিজ্‌লি যেন খেলছে গায়।
বলে দেছে মদন-রাজা, তারে দেবে কঠিন সাজা,
যদি কেউ আমায় দেখে, গুমোর ক'রে ফিরে চায়।

তেমনাকো যেমন-তেমন, এ হাঁসি এ আড় নয়ন,
জারি জুরী খাটবে নাকো, শিকলী বেঁধে দেবে পায়।
যদি তুমি হওগো প্রেমিক, প্রাণের কথা বোল গো ঠিক,
হাঁস খোস ভালবাস, ভাসবে তুমি সোণার নায়।

[উভয়ের প্রস্থান]

(কুলসমের প্রবেশ)

কুলসম। ও ফজেল—ও ফজেল।

(ফজেলের পুনঃ প্রবেশ)

ভারি দরকার শীগ্‌গির আয়—তোকে আবুবক্কার সাহেব সাজতে হবে।

ফজেল। আমায় আবুবক্কার সাহেব সাজতে হবে!

কুলসম। হাঁ—দফাদার সাহেবের হুকুম—শীগ্‌গির চ।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

মজবদারের বাড়ীর অভ্যন্তর—হলঘর।

(মজবদার, আবদুল, খসরু, ইর্ফাণের প্রবেশ—সর্ব্বপশ্চাতে ফতিমা)

মজবদার। মেহেরকে যদি আজ সে কোনো রকমে বাড়ীর বার করে নিয়ে যেতে পারেত মেহেরও যাবে বাজীও হারবো।

আবদুল। আমরা চারচারটে লোক থাকতে নিয়ে গেলেই হ'ল।

খসরু। বাবা এই পাল্লায় একবার পড়লে হয় [ঘোড়াইতে ঘোড়াইতে অগ্রসর হইয়া)—একবার তাকে দেখতে পেলে হয়—তার টুঁটি ক্যাঁক করে টিপে ধরবো।

ইর্ফান। এরা সব কী বলছে—কী করছে—(শোনবার চেষ্টা করিয়া) আমার কাণটা যে ঠিক শুনতে পায় না।

ফতিমা। ফতিমা যা কর্ব্বে তার মনেই আছে।

মজবদার। আমি তোমাদের সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি—আমি যদি এই বাজী জিতি ত সকলকে দশদশ টাকা বক্সিস দোবো।

আবদুল। আপনি বাজী জিতেছেন ধরে রাখুন।

খসরু। এই যে দশ টাকা করে দেবেন বল্লেন তা এখনই দিতে পারেন।

(দফাদার সাহেব পিছনদিকে ছদ্মবেশে প্রবেশ করিল)

দফাদার। খুব চুপি চুপি ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকিগে। (লুকাইল)

ইর্ফান। তোমাদের ও কি কথা হচ্ছে, আমায় একটু বুঝিয়ে বল না (একে একবার ওকে একবার টানিয়া)।

মজবদার। ও বেচারির ভারি কষ্ট, এত যে গোলমাল হচ্ছে ও কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না।

খসরু। আমি একটু পরে ওকে হাত নেড়ে সব বুঝিয়ে দোবো, ওকে কথায় বল্লে হ'বে না, হাত নেড়ে বোঝাতে হবে।

মজবদার। তোরাত এখানে দাঁড়িয়ে বেশ জটলা কচ্ছিস্— ইতিমধ্যে যদি বাড়ীতে ঢুকে পড়ে।

আবদুল। তাই'ত ও কথাটা'ত আমার আগে' একেবারেই মনে পড়েনি।

মজবদার। দে ইর্ফানকে সদরদরজায় পাঠিয়ে দে—দরজা বন্ধ করে রাখুক। (আবদুল হাত নেড়ে বোঝাইল)

ইর্ফান। কি—কি বলছো?—অত চেঁচিয়ে বল্‌তে হবে না— শুধু বলে দাও কি কর্ত্তে হবে (আবদুল হাত নাড়িল) হাঁ—হাঁ বুঝেছি, দরজা বন্ধ কর্ত্তে হবে—যাচ্ছি—(ফিরিয়া) তোমাদের কি হচ্ছে বল না—আমি একটু একটু বুঝ্‌তে পাচ্ছি। [প্রস্থান।

মজবদার। খসরু! তোতে আর ইর্ফানেতে সদর দরজায় রাত্রে জেগে বসে থাক্‌বি—তোর কান খুব ঠিক আর ওর পা খুব ঠিক—তুই শুন্‌বি আর ওকে বুঝিয়ে দিবি—দৌড়াবার দরকার হ'লে ও দৌড়াবে। হাঁ—আর একটা কথা তোদের বলে রাখি—,রাতদুপুরে কথাটা আমাদের সঙ্কেত রইল—ঐ কথাটা না বল্লে কাউকে দরজা খুলে বেরুতে বা ঢুক্‌তে দিস্ না।

খসরু। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

মজবদার। আবদুল! আবুবক্কার সাহেব চিঠি দিয়েছে—কাল সে জাহাজে করে এসে পৌঁচেছে,—কাল দুপুর-রাত্তের পর বিয়ে ঠিক—তুই দৌড়ে তাকে খপর দিয়ে আয়। আমি তাকে চিনি না নইলে আমিই যেতুম—আর শোন্—যাবার সময় ওস্তাদরকে খপর

দিয়ে যাস—মেহেরের একস্থট পোষাক তৈরী কর্ব্বার জন্ত যেন একটা দর্জ্জী পাঠিয়ে দেয়,—এখনো মেহেরের নূতন পোষাক তৈরী কর্ত্তে দেওয়া হয়'নি। [প্রস্থান।

আবদুল। দেখছিস বড় বড় কাজের ভার আমার—

ফতিমা। যাচ্ছিস ত দর্জ্জীর কাছে—তার আবার বড় কাজ কি?

আবদুল। বড় বড় লোক্‌কে কখন কখন ছোট কাজ কর্ত্তে হয় বৈকি—তা'না হ'লে আমি তোকে ভালবাসি।

ফতিমা। ভাল ভাল মেয়েমানুষ যার তার ভালবাসা নেয় না, তা জানিস্—তা'না হ'লে তোকে ঝাঁটা মেরে তাড়াই।

(মেহের ও মজমদারের প্রবেশ)

মজমদার। কি আবদুল—এখনো যাস্‌নি।

আবদুল। আমার যেতে কতক্ষণ—এক দৌড়ে চলে যাবো।

মজমদার। ওরে দর্জ্জীটাকে সে কথাটা বলে দিস্, তা'না হলে সে ঢুকতে পাবে না।

আবদুল। হাঁ দোবো (ফতিমাকে) ভাইত কি কথাটা—মনে আস্‌ছেনা'ত—ফতিমা কি কথাটা বলে দেনা।

ফতিমা। তোকে বল্‌বো কেন?

আবদুল। না তোর পায়ে পড়ি বল।

ফতিমা। আচ্ছা—বলবো—বলছি (হাত ধরিয়া ষ্টেজের ধারে লইয়া গিয়া)—এই রাতদুপুরে বুঝলি? (বলিয়া ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল)

(মজমদার ও মেহের ষ্টেজের সম্মুখভাগে আসিল—
পিছনে ফতিমা।

মজলবদার। আচ্ছা মেহের! তোর জন্ত যদি কেউ বাড়ীর চার-দিকে ঘুরে বেড়ায় তাহ'লে তোর কি হয় বল দিকি?

মেহের। আমার আবার কি হবে! সে ঘুরে বেড়ায় বেড়াবে, আমার তা'তে কি?

মজলবদার। আমি যখন বল্লুম তোর সঙ্গে তার বিয়ে হবে না—সে বল্লে জোর করে বিয়ে কোর্ব্ব।

মেহের। মেয়েমানুষের ইচ্ছা না থাক্‌লে কি আর পুরুষ-মানুষ জোর করে বিয়ে কর্ত্তে পারে—দাদামশায়!

মজলবদার। কেন তোর ইচ্ছা আছে নাকি?

মেহের। অসম্ভব নয়।

মজলবদার। ওকি বক্‌ছিস্ মেহের।

মেহের। না দাদামশায়, আমি সত্যি বল্‌ছি—যে আমায় দেখেনি, শোনেনি, সে আমার জন্ত কি না কর্চ্ছে,—তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাজী রেখেছে। সে আমায় ভালবাসবে না'ত কি তোমার আবুবক্কার সাহেব ভালবাসবে?

মজলবদার। সে যে লোকটা ভাল নয়।

মেহের। দেখতে ত ভাল, দাদামশায়!

মজলবদার। সে অতি পাজী বদ্‌মাইস।

মেহের। সুন্দর যুবাপুরুষের বদমায়িসি সারাতে কতক্ষণ! আমার হাতে পড়লে সব সারিয়ে নোবো।

মজলবদার। না মেহের! আমায় আর রাগিও না। সে যদি আবার বাড়ীতে ঢোকে ত আমি তাকে একবার দেখে নোবো।

মেহের। তাকে দেখবার ভার আমার—দাদা মশায়!

(দফাদারের প্রবেশ)

দফাদার। (স্বগতঃ) খোদা যা করে—(প্রকাশ্যে) রাতদুপুরে।

মজবদার। কে তুমি?

দফাদার। ওস্তাগর আমায় মাপ নিতে পাঠিয়েছে।

মজবদার। (স্বগতঃ) তাইতো লোকটাকে, কেমন কেমন মনে হচ্ছে (প্রকাশ্যে) এর মাপ নিয়ে যাও—কাল সকালেই এর পোষাক চাই।

দফাদার। আপনার পোষাক কি রকমের হবে? (দফাদার ও মেহের উভয়ে উভয়ের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া)

মজবদার। বলি দাঁড়িয়ে কেন? মাপ নাও।

দফাদার। আচ্ছা একটু হাতটা তুলুন (দফাদার মেহেরের হাত তুলিয়া একটি পত্র দিল)।

মজবদার। (স্বগতঃ) নিশ্চয়ই দফাদার সাহেব—দফাদার সাহেব।

মেহের। এই দফাদার সাহেব! (স্বগতঃ) কি সুন্দর চেহারা!

দফাদার। হাঁ মেহের! এই দফাদার সাহেব।

মজবদার। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—(মজবদার ধরিতে গেল—দফাদার পালাইল) তাইত বড় ভুল হ'য়ে গেছে,—ওকে দুপুর অবধি আটকে রাখলেত হত—ওরে ধর্—ধর্—ধর্ (বাইরে যাইবার জন্য গেল—ফিরিয়া দেখিল মেহের চিঠি পড়ছে)—দাও চিঠি দাও (ছিঁড়িয়া ফেলিল)।

মজবদার। নিশ্চয় আবদুলের এই কাজ—তা'না হ'লে দফাদার রাত'দুপুরে কথাটা কি করে জানবে। ও বেটা নিশ্চয়ই বলেছে—আসুক দেখছি।

(আব্দুলের প্রবেশ)

আবদুল। আমি দৌড়ে গেছি আর এয়েছি—আবুবক্কার সাহেব শীঘ্রই এখানে আসবেন।

মজবদার। বেরো,—পাজী বেটা (মারিতে লাগিল)।

আবদুল। আমার এই বক্‌সিস।

মজবদার। রাতদুপুরে কথাটা দফাদারকে কে বলেছিল?—সে বাড়ী ঢোকে কি করে?

আবদুল। ওঃ হয়েছে—আমি যখন বাড়ী ঢুকি তখন একজন আমাদের বাড়ী থেকে "রাতদুপুরে" বলে মসমস করে চলে গেল—আমি মনে কল্লুম দর্জ্জী, সে দফাদার সাহেব জানলে আমি ঠিক ধর্ত্তুম।

মজবদার। বেটার আবার সাধু সাজা হচ্ছে—তুই না বল্লে সে জানবে কি করে।

আবদুল। না কর্ত্তা—দোহাই তোমার!—আমি ও কথা বলিনি।

মজবদার। তবে সে কথাটা কি করে জানলে—তা বল।

আবদুল। হয়'ত আমরা যখন কথা বলছিলুম সে লুকিয়ে চুকতে পারে।

মজবদার। হাঁ, তাও ত হতে পারে—সে কথাটা'ত আগে ভাবিনি।

আবদুল। হা—তাই হয়েছে।

মজবদার। হাঁ তাইত! আবদুল—লক্ষ্মীটি—আমি তোকে সামান্ত বকিছি বলে কিছু মনে করিস'নি—কোনো রকমেত তাকে বাড়ী থেকে বের করা হয়েছে—এখন আর যাতে না ঢোকে দেখিস।

মেহের। আমাকেও আর বাড়ীতে রেখেছেন কেন? আমাকেও বাড়ীর বার করে দিন।

মজবদার। দোবোরে দোবো। তোর বিয়ে হয়ে গেলেই তোর বরের সঙ্গে বার করে দোবো—আবদুল! দেখিস আর যেন কেউ ঠকায় না—আর কারুর কথা শুনিসনি—কাউকে দরজা খুলে দিসনি। আবুবক্কার সাহেবকে তুই দেখে এসেছিস, তুই চিনিস, সে এ'লে খালি দরজা খুলে দিস্।

আবদুল। আমার সঙ্গে ঘাটে দেখা হল—তিনি শীঘ্রই আস্‌-ছেন, জাহাজ থেকে কতকগুলো মাল খালাস কর্ত্তে গেলেন,—না হ'লে আমার সঙ্গেই আস্‌তেন। শুনছি নাকি দিদিমনির জন্য দুই সিন্দুক বোঝাই মণিমুক্তা আনছেন, বিয়ের উপহার দেবেন।

মজবদার। মেহের শুন্‌ছিস। (আবদুলকে) তুই খালি তাকে দেখে এসেছিস আমরা আর কেউ তাকে কখন দেখিনি—দেখিস যেন ভুলে আর কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে দিসনি।

[আবদুলের প্রস্থান।

মেহের। (স্বগতঃ) হবাদার সাহেব তুমি কি আমার কোনো মতেই রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে না।

মজবদার! এখন চল—তোমার শোবার ঘরে চাবী বন্ধ করে রেখে আসি। আবুবক্কার সাহেব এলে তবে খুলে দোবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

কতিমা। ফজেল—ফজেল—তোর মনিব দিদিমণিকে উদ্ধার না কর্ত্তে পার্লে আমিও তোকে পাবো না।

(আবদুল—তৎপশ্চাতে আবুবক্কার বেশধারী ফজেল)

আবদুল। হুজুর—আবুবক্কার সাহেব।

(আবদুলের প্রস্থান ও মন্সবদারের প্রবেশ)

মন্সবদার। সেলাম আলেকম্।

ফজেল। আলেকম সেলাম,—আপনাকে দেখে আমার কি আনন্দ বোধ হচ্চে তা কি বল্‌বো।

(চারিটা মুটে একটা বড় বাক্স আনিল)

তাইতো—তোরা আবার সিন্দুকটা এখানে নিয়ে এলি কেন? আমি মনে করেছিলুম এটা বাড়ীর ভিতর পাঠাবো।

মন্সবদার। তা থাক্‌না, এই খানেই থাক্।

ফজেল। ভারতবর্ষ থেকে আমার ভাবী-পত্নীকে দেবার জন্য কতকগুলো হীরা, জহরৎ, মণিমুক্তা, রেশমের কাপড় চোপড় এনেছি—সেগুলো এতে আছে—তাই তাকে দেবার জন্ত বল্‌ছিলুম।

মন্সবদার। থাক্—আপনি অত ব্যস্ত হচ্চেন কেন?

ফতিমা। (স্বগতঃ) তাইত ওর ভেতর কি আছে দেখ্‌তে হচ্চে—(ফতিমা ফজেলের কাছে গেল)

ফজেল। (ধীরে) ফতিমা চিন্তে পারছিস্?

ফতিমা। (ধীরে) কে ফজেল!

ফজেল। সিন্দুকের ভেতর কি আছে—আপনার দেখবার ভারি কৌতূহল হচ্চে না? এই নিন্ চাবি। (চাবি দিল)

মন্সবদার। ওর কৌতূহল হচ্চে তা আপনার কি?—চলুন। আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন—একটু সুস্থ হবেন চলু।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফতিমা। কি সুন্দর ছদ্মবেশ ক'রেছে—ও যে ফজেল তা আমি আগে বুঝতে পারিনি।

(সিন্দুকের ভিতর হইতে—)

দফাদার। ফতিমা—ফতিমা—বাঁচাও দমবন্ধ হ'য়ে গেল।

ফতিমা। এই সিন্দুকে দফাদার সাহেব—কি মজা—খুলে দিচ্ছি—চুপ করুন এখনি কে আসবে। (খুলিল)

দফাদার। আঃ বাঁচলুম—এখন আমায় কোথাও লুকিয়ে রাখ।

ফতিমা। আবুবক্কার সাহেব আবার এসে পড়বে না'ত!

দফাদার। তার আসবার আর ভয় নেই,—কুলসম ত এখান থেকে গিয়ে রেগে ঘাটে বসে রইল—আবুবক্কার ঘাটে আসবামাত্র বল্লে যে মন্দবদার বাড়ীতে নেই—আর মেহেরের অসুখ করেছে—এক সপ্তাহ পরে বিয়ে হবে। সে ত তাই শুনে, এক সপ্তাহপরে আসবে বলে, মামারবাড়ী চলে গেল। তারপর আমরা যুক্তিকরে ফজেলকে আবুবক্কারের মত সাজিয়ে বসে রইলুম—আবদুলত তাকে কখন দেখেনি, চিনবে কোথেকে!

ফতিমা। এইবার ঠিক্ হয়েছে—আবদুলের মুখের মতন হয়েছে।

দফাদার। আচ্ছা ফতিমা! মেহের আমায় ভালবাসে?

ফতিমা। খুব ভালবাসে—চুপ করুন—ঐ কে আসছে—ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকুন গে—দেখ্‌বেন নিশ্বাসেরও না শব্দ হয়।

(আবদুলের প্রবেশ)

আবদুল। ফতিমা—ব্যাপার কি?

ফতিমা। কেন কি হয়েছে?

আবদুল। চুপ—আস্তে—এর ভিতর লুকিয়ে আছে।

ফতিমা। ওর ভেতর আবার কি আছে।

আবদুল। একটা মুটে বল্লে' দফাদারসাহেব ওর ভেতর লুকিয়ে

আছে—আর দফাদারের চাকরটা আবুবক্কার সেজে এসেছে। আমি ইর্ফানকে বলে এসেছি সে এখুনি আসবে—তাতে আমাতে দফাদার সাহেবকে সিন্দুকসুদ্ধ তার বাড়ীতে রেখে এসে, ফজেল বেটাকে উত্তম মধ্যম দিতে হবে—আমার মারের শোধ তুলে নোবো।

ফতিমা। তুই পাগলামি কচ্চিস নাকি?—আমি ত এইমাত্র ঐ সিন্দুক খুলিছিলুম—ওতে শুধু জামা কাপড় রয়েছে।

আবদুল। অসম্ভব।

ফতিমা। অসম্ভব কি সম্ভব দেখ না (সিন্দুক খুলিয়া)।

আবদুল। নিশ্চয় তুই এর ভেতর আছিস।

ফতিমা। আরে বোকা—ওর ভেতর কি মানুষ থাকতে পারে যে আমি থাকবো।

আবদুল। একটা ছেড়ে দু'টো ধরে।

ফতিমা। আধখানা ধ'রে নাত দু'টো।

আবদুল। তোর যেমন বুদ্ধি (সিন্দুকের মধ্যে গিয়া) কেমন ধরে না?

ফতিমা। কৈ ধরে—ঐত তোর মাথাটা বেরিয়ে রয়েছে।

আবদুল। আচ্ছা—এইবার (মাথা নামাইল)।

ফতিমা। আচ্ছা—এইবার। (ডালা বন্ধ করিল)।

আবদুল। ফতিমা—ফতিমা—খুলে দে!

(ইর্ফাণের প্রবেশ)

ইর্ফাণ। আমি এই সিন্দুকটা দফাদারের বাড়ীতে পৌছে দেবার জন্য এসেছি।

ফতিমা। হাঁ—শীঘ্র নিয়ে যা (হাত নাড়িয়া বোঝাইল)।

আবদুল। ইর্ফাণ—ইর্ফাণ।

ফতিমা। যতই চ্যাঁচাও—ওর কানে কিছু যাচ্চে না।

ইর্ফাণ। (সিন্দুককে) আচ্ছা দফাদার সাহেব—তোমার একি কাণ্ড ?—

আবদুল। ওরে ইর্ফাণ।

ফতিমা। হাঁ ইর্ফাণ—খুব চ্যাঁচাও—

আবদুল। ওরে খসরু—মজবদারসাহেব—খসরু— (ফতিমা ইর্ফানকে লইয়া যাইবার জন্ম হাত নাড়িয়া বোঝাইল)

ইর্ফাণ। আমি সব জানি,—আমায় আবদুল বলে এসেছিল, দফাদারসাহেব এর ভিতর আছে—(টানিতে টানিতে) দু'তিনটে ঝাঁকানি দিয়ে বাড়ীতে রেখে আসছি।

ফতিমা। (চেঁচিয়ে) তাই করিস—দাঁড়া তোকে ধরি (ইর্ফান টানিল ফতিমা ঠেলিল) [ইর্ফানের সিন্দুক লইয়া প্রস্থান।

(ঘরের দিকে)—দফাদার সাহেব ! শীঘ্র পালাও—একটু দেরী হ'লে—দরজা খোলা পাবে না—তোমায় ধরে ফেলবে।

দফাদার। (বাহিরে আসিল) মেহেরকে না নিয়ে আমি যাবো না।

ফতিমা। মেহেরের উপায় আমি ঠিক কোর্কো—তুমি শীঘ্র পালাও—তোমায় বাড়ীতে আবদুলকে ইর্ফান সিন্দুকে করে নিয়ে যাবে—তুমি কোন উপায়ে আবদুলকে আটকে রেখে দিও—সে ফিরে' সব মাটি হয়ে যাবে।

দফাদার। কিন্তু—

ফতিমা। আর কথা কইবার সময় নেই—শীঘ্র যাও—ভুর্জা সব

খবর এখুনি জান্তে পার্ব্বে, তার চেয়ে আমি যদি আগে সমস্ত খুলে বলি আমায় খুব বিশ্বাস কর্ব্বে। [দফাদারের প্রস্থান।

(ফজেলের প্রবেশ)

ফজেল। মজবদারসাহেব কিছুই বুঝ্‌তে পারে নি।

ফতিমা। পালা পালা—সব ধরা পড়ছে।

ফজেল। কি করে?

ফতিমা। সে অনেক কথা—মজবদার দফাদার সাহেবকে কিছু বল্‌বে না—কিন্তু তুই ধরা পড়লে তোকে মেরে খুন কর্ব্বে।

ফজেল। তাইত—তবে পালাতে হবে। কিন্তু জুতোটা যে ফেলে এসেছি—যাই আনি [আনিতে গেল—সেই দিকদিয়া মজবদার আস্‌ছে দেখে অন্যদিক দিয়া দৌড়ে প্রস্থান।

মজবদার। একি ব্যাপার—দৌড়ে পালাল কেন? [মজবদারকে দেখিয়া ফতিমা বসিয়া পড়িল] একি? ফতিমা ভয়ে কাঁপছিস্ কেন?

ফতিমা। কর্ত্তা—কর্ত্তা—কর্ত্তা—কর্ত্তা।

মজবদার। একি! একজন ছুটে পালাচ্ছে—একজন কর্ত্তা—কর্ত্তা করে—কাঁপছে—এর মানে কি?

ফতিমা। একটা জোচ্চোর আবুবকার সেজে এসেছিল।

মজবদার। জোচ্চোর?

ফতিমা। দফাদার সাহেবের চাকরটার ঐ কাজ—আবদুলকে ঘুষ দিয়ে ঢুকেছে।

মজবদার। তুই কি করে জান্‌লি।

ফতিমা। ঐখানে যে বাক্সটা ছিল, তা'তে দফাদারসাহেব লুকিয়ে ছিল—যেমন আমি খুল্‌তে যাবো, দেখি দফাদার সাহেব—আমি ভয়েত

অজ্ঞান হয়ে পড়লুম—আবদুল তার মৎলব ধরা পড়েছে দেখে—ইর্ফানকে ডেকে সিন্দুক-সুদ্ধ দফাদারসাহেবকে নিয়ে গেল।

মন্সবদার। আবদুল এত বড় বিশ্বাস-ঘাতক, কুলসমের চেয়েও বিশ্বাস ঘাতক—এই নে তোর প্রভুভক্তির জন্য বক্‌সিস্ দিচ্ছি।

ফতিমা। আমি ওর উপযুক্ত নয়—খাঁ সাহেব।

মন্সবদার। কুলসমকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি দিয়েছি—তোকে তোর প্রভুভক্তির জন্য পুরস্কার দোবো না?—নে।

ফতিমা। দিচ্ছেন যখন—দিন।

মন্সবদার। যা, তুই মেহেরের কাছে যা—দেখিস দফাদার না তাকে নিয়ে যেতে পারে। আমার সমস্ত লোক আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে তুই আমার একমাত্র প্রভুভক্ত দাসী আছিস।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বন-পথ

রঙ্গিনী-গণ।

গান।

আমরা ভুবনে পাতিয়া ফাঁদ, ধরি ভুবন-ভুলান-চাঁদ।
অধরের হাসি, তনুর তনিমা, নয়নের আলো কপোল-শোণিমা,
ধরিয়া জমাট করি, স্বপনে দিই গো ভরি,—
ঘুমঘোর-ভরা কল্পনা-চোখে মিটাই সকল সাধ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

জ্যোৎস্নালোক। মজবদারের বাড়ীর অভ্যন্তর—খোলা বাগান খানিকটা—দুইদিকে ছুটো ঘর—ষ্টেজের পিছনে একটা লম্বা পাঁচিল, ঠিক তার পিছনে এক সার গাছ—একখানি বেঞ্চ পাতা রয়েছে]

[ফজেল বাহির হইতে একটা লতানে গাছ ধরিয়া লাফাইয়া পড়িল]

ফজেল। যাক্—বাঁচা গেল (খুব মৃদু-স্বরে) ফতিমা—ফতিমা, এই-খানেইত তার আসবার কথা ছিল। সব ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেছে, আর বেশী সময় নেই—একঘণ্টা বাকী এরি মধ্যে কাজ ফর্সা কর্ত্তে হবে। (ডান দিকে গিয়ে) ঐ ঘরেত ফতিমা ও মেহের শোয়—আর ঐ ঘরে (বাঁদিকে) মজবদার সাহেব ও খসরু শোয়। এখন বোধ হয়—ওরা শুয়েছে। না রে বাবা ঐ কারা আসছে।—কি কোর্ব্বো পালাবো [পালাতে গিয়া পড়িয়া গেল] না পালাতে পার্ব্বো না—লুকিয়ে থাকি। (লুকাওন)

(মজবদার, মেহেরের কাপড়চোপড় ও জুতো হাতে খসরু ও ফতিমা প্রবেশ করিল)

ফতিমা। এগারটা বেজে গেল—আর এক ঘণ্টা জেগে থাকুন।

মজবদার। আর এক মিনিট নয়।

ফতিমা। কিন্তু কি হয়তা বলা যায় না।

মজবদার। এখন আর ভয় কিসের? মেহেরকেত তার শোবার ঘরে চাবি বন্ধ করে দিয়ে এসেছি—সে বিছানায় শুয়েছে—আর তার জামা কাপড় জুতো পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছি, এখন সে পালাবে কোত্থেকে? জান্‌লার গরাদেগুলোও ঠিক আছে দেখে এসেছি।

ফতিমা। কিন্তু তা হলেও—

মজবদার। এখন তাকে পালাতে হ'লে, সিঁদকেটে, না হয় নর্দ্দমার মধ্যে দিয়ে পালাতে হবে। তা যদি পারে, তাকে আমি মাফ কোর্ব্বো, যাক্ আমি শুতে যাচ্ছি। কাল সকালে দফাদার সাহেব যে বলবে—আমায় রাত বারটা অবধি জাগিয়ে রেখেছিল—তা আমার সহ্য হবে না। আমি এগারটার সময় শুই, এইবার শুতে যাবো।

ফতিমা। আপনি শুতে যান, কিন্তু আমি জেগে বসে থাকবো—আমার প্রাণে ভয় থাক্‌লে আমি শুতে পারি নি। আমি বরঞ্চ জেগে বসে একটু গানটান গাইব।

মজবদার। তুই তাই করিস্।—আমি যাই।

ফতিমা। এই আমার ঘরের চাবী রয়েছে—আপনি আমায় চাবী বন্ধ করে রেখে যান।

মজবদার। তোকে চাবী বন্ধ করে যাবো কেন?

ফতিমা। কি জানি, যদি কোনো গোলমাল হয়, তা হ'লেত আপনি আমায় আগে সন্দেহ কর্বেন।

মজবদার। তোকে সন্দেহ কোর্ব্ব কেন?

ফতিমা। না হুজুর—সাবধানের মার নেই—এই নিন্ (চাবীদিল)

খসরু। হাঁ—হাঁ—ওকেও চাবী দিয়ে রাখুন।

মজবদার। ফতিমা তুই যখন বল্‌ছিস—চ।

[ফতিমা ঘরের মধ্যে ঢুকিল, মজবদার চাবী দিল—খসরু ও মজবদার প্রস্থান করিল—ফজেল বাহির হইল]

ফজেল। বাবা—আমায় দেখ্‌তে পেলে ঠ্যাঙ্‌খানা আস্ত রাখ্‌ত না। [ফতিমার ঘরের দরজার কাছে গিয়া]—ফতিমা—ফতিমা—ওরে পোড়ারমুখী হতভাগী শুন্‌ছিস—ওরে পাজী বদমায়িস শুন্‌ছিস—তোকে আর ভালবাসি না শুন্‌ছিস।

[ফতিমা ধীরে ধীরে জানলা দিয়া একটা গরাদে খুলিয়া, বাহির হইল—গরাদেটি হাতে করিয়া দাঁড়াইল—ফজেল দেখিতে পাইল না]

ফজেল। একবার বেরোনা দেখি—তোর হাড় ভেঙ্গে দোবো।

ফতিমা। (গরাদে দিয়া ফজেলের পিঠে এক ঘা দিল) এই যে বেরিয়েছি।

ফজেল। তুই কোত্থেকে এলি বলদিকি? দরজাত বন্ধ রয়েছে।

ফতিমা। আমরা কি আর কাঁচা কাজ করি—জানলার গরাদেটি বেমালুম সরিয়ে রেখে দিয়েছিলুম।

ফজেল। তোর দিদিমণির ঘরের গরাদেও কি ঐ রকম করে রেখেছিস।

ফতিমা। তার ঘরের গরাদে ঠিক আছে, ঘরও চাবী বন্ধ আছে, কিন্তু সে সে-ঘরে নেই।

ফজেল। কি করে বেরুল।

ফতিমা। দিদিমণি শোবার জন্য যাই জামা টামা খুলেছে, কর্ত্তাও সেখানে গিয়ে সেগুলোকে এক সঙ্গে করে পুঁটুলি বাঁধতে লাগল, জুতা জোড়াও থস্ রু হাতে কর্লে। দিদিমণি সেই সুযোগে একটা বালিস লেপমুড়ি দিয়ে রেখে, আস্তে আস্তে সরে পড়্‌ল—কর্ত্তাও দিদিমণির ঘরে চাবির ওপর চাবী লাগিয়ে চলে গেল।

ফজল। তুই আমাকে এখানে আসবার জন্য চিঠি পাঠালি কি করে?

ফাতমা। কেন কুলসমকে দিয়ে। যাক্ ও সব কথা দিদিমণি এখন আমার ঘরে লুকিয়ে আছে—দফাদার সাহেব যে পোষাকটা লুকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল সেইটে পরিয়ে দিয়েছি। মেয়েমানুষের পোষাকের চেয়ে পুরুষের পোষাকেই এ সব কাজে সুবিধা হবে।

(পাঁচিলের উপর আবদুল উঠিল)

আবদুল। এত রাত্রে বাগানের মধ্যে কারা কথা কইছে! (লাফাইয়া পড়িয়া) তাইত দেখতে হচ্ছে।

ফতিমা। যা ফজেল—এখন দফাদার সাহেবের কাছে যা—আর দশ মিনিটের মধ্যেই তাকে ঐ পাঁচিলের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলিস। আসবার মাত্রই যেন হাততালি দেয়—(হাত-তালি দিল) দফাদার সাহেব এসেছে জানলে, আমি পালাবার সুবিধে দেখবো—সুবিধে বুঝ্‌লেই আমি "ঘুমায়ে ছিল সে" গানটা গাইব—দফাদার সাহেব যেন সেই গানটা শোনবামাত্র বাগানে লাফিয়ে পড়ে।

আবদুল। বেশ বাবা।

ফতিমা। বলগে যা—বুঝলি? "ঘুমায়ে ছিল সে" গানটা—দেখিস্ না ভুল হয়—ঐ গান শুনে দিদিমনিও আমার ঘর থেকে বেরুবে—যা শীগ্‌গির যা—না ভুল হয়—(প্রস্থানোদ্যত ফজেল) হাঁরে আবদুলের কি হ'ল?

ফজেল। তার আর কি হবে—দফাদার সাহেব তাকে আমাদের বাড়ীর একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রেখেছে।

ফতিমা। বেশ হয়েছে—সেটা ভারি বদমাইস—তুই যা—দেখিস গানটা না ভুল হয়। (ফতিমার ঘরে প্রবেশ) [ফজেলের প্রস্থান।

আবদুল। (বাহির হইয়া) এইবার তোমাদের বদমায়িসি ভাঙছি। কর্ত্তা—কর্ত্তা (দরজায় আঘাত করিল)—কর্ত্তা—(খসরু বাহির হইল)

খসরু। তুই এখানে?

আবদুল। একবার কর্ত্তাকে খবর দে—বড় দরকার।

খসরু। তা আমি দিচ্ছি—কিন্তু কর্ত্তা তোর ওপর ভারি রাগ করেছে। [প্রস্থান।

আবদুল। আজ কার মুখ দেখে উঠেছি তা জানি না—আমার মার খেতে খেতে প্রাণ বেরিয়ে গেল,—এখন কোথায় গিয়ে এর শেষ হবে তা বুঝতে পাচ্ছি না।

(মজবদারের ও খসরুর প্রবেশ)

মজবদার। তুই আবার আমার বাড়ীতে ঢুকেছিস? তুই মনে কচ্ছিস তোর কতকগুলো মিথ্যা ধাপ্পা কথায় আমি বিশ্বাস কর্ব্বো? তা হবে না।

আবদুল। না কর্ত্তা, আপনি ভুল কচ্ছেন।

মজবদার। আমার ভুল হয়ে থাকে', আমার গোস্তাকি মাফ কর্ত্তে আজ্ঞা হয় আবদুল্লা সাহেব!

আবদুল। আপনি আমায় যা খুসি বলুন—একটু আস্তে কথা কবেন (ফতিমার ঘরের কাছ থেকে দূরে গিয়া) যদি আমায় আবার মার্ত্তে চান ত মারুন—যা ইচ্ছে হয় তাই করুন—শুধু একটা কথা আপনাকে বল্‌তে চাই।

মজবদার। কি বল্।

আবদুল। আর দশ মিনিটের মধ্যেই দফাদার সাহেব মেহের বিবিকে নিয়ে যাবে—ফতিমাই সব মৎলব ঠিক ক'রেছে।

মজবদার। ফতিমার নামে আবার মিথ্যা দোষ দিচ্ছিস?

আবদুল। ফতিমাই ত সব নষ্টের মূল—সেই ত কৌশলে দফাদার সাহেবকে লুকিয়ে রেখে—আমায় সেই সিন্দুকে পূরে, ইর্‌ফানকে দিয়ে দফাদার সাহেবের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল।

মজবদার। বলে যা—বলে যা—থাম্‌লি কেন?

আবদুল। তারপর দফাদার সাহেব বাড়ীর একটা অন্ধকার ঘরে আমায় আটকে রেখে দিলে—তারপর আমি সে ঘরের একটা জান্‌লা ভেঙ্গে, কোনো রকমে এসেচি।

মজবদার। বলে যা—মন্দ লাগ্‌ছে না—বেশ নতুন রকম মনে হচ্ছে।

আবদুল। তারপর পাঁচিল টপ্‌কে এখানে এসেছি।

মজবদার। ঐ ত একটু গরমিল হয়ে গেল—গল্পটা বেশ জম্‌ছিল, কিন্তু ঐ খান'টা ঠিক খাপ খেলে না—অত উঁচু পাঁচিল টপ্‌কালে কি করে বাবা!

আবদুল। বাহিরের দিক থেকে মই লাগান ছিল।

মজবদার। মই লাগান ছিল!—বলিস কিরে?

আবদুল। হাঁ কর্ত্তা, মই লাগান ছিল—তা না হ'লে ঢুকবো কি ক'রে!—তারপর এখানে এসে দেখি, দফাদার সাহেবের সেই চাকরটাতে আর ফতিমাতে মৎলব আঁটছে—মিনিট দশের মধ্যে দফাদার সাহেব পাঁচিলের বাহিরে এসে অপেক্ষা কর্ব্বে—হাততালি দিয়ে জানাবে যে সে এসেছে—তারপর সুযোগ ঠিক হ'লে, ফতিমা "ঘুমায়ে ছিল সে" গানটা গাইবে—সেই গান শুনে, ঠিক সেই সময়ে দফাদার সাহেবও বাগানে লাফিয়ে পড়বে আর মেহেরবিবিও তার ঘরথেকে বেরিয়ে বাগানে আসবে—তারপর দু'জনে পাঁচিল টপ্‌কে পালাবে।

মজবদার। তুই বল্‌তে চাস, মেহেরের ঘরের আর একটা চাবি ফতিমার কাছে আছে?

আবদুল। অবিশ্বাস করেন করুন।

মজবদার। না আমি অবিশ্বাস কচ্ছিনা আবদুল—তুই আর খসরু বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থাক্‌গে যা,—আমি ফতিমার কাছে যাচ্চি—তাকে বারোটা অবধি আটকে রেখে দেখো—সে কি ক'রে মেহেরের ঘরের দরজা খোলে দেখি। শোন্—দফাদার সাহেব যাই লাফিয়ে পড়বে—তাকে ধরে তার বাড়ীতে নিয়ে যাবি—সেখানে রাতবারটা অবধি আটকে রেখে, তারপর তোরা এখানে ফিরে এসে, সেই বক্‌সিস নিবি—দেখবি দফাদার সাহেবের গায়ে একটুও আঁচড় না লাগে।

খসরু। এবার আর তাকে ছাড়ছি না।

আবদুল। আমিও এবার দেখবো—(দুইজনে লুকাইল)

মজবদার। ফতিমা—ফতিমা! (দরজায় ধাক্কা দিল)

ফতিমা। (ভিতর হইতে) হুজুর।

মজবদার। একবার বাইরে আয়।

ফতিমা। দরজা খুলে দিন—তবেত বেরুব।

মজবদার। (দরজা খুলিতে খুলিতে) দফাদার সাহেব! এইবার তোমায় ঠিক ধোর্ব্ব—তোমার ফতিমাকে দিয়ে ধর্ব্বো—এবার আর পালাতে পাচ্ছ না।

(ফতিমা একটা সারেঙ্গ হাতে করিয়া বাহির হইল)

ফতিমা। (স্বগতঃ) একি?—সত্যি!—কর্ত্তা!—দিদিমনি সবে মাত্র তার ছদ্মবেশটা পরেছে।—(প্রকাশ্যে) আজ্ঞে কেন?

মজবদার। তোর সঙ্গে একটা কথা আছে,—একটু বোসনা।

ফতিমা। আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে (হাই তুলিল)

মজবদার। এই বল্লি প্রাণে ভয় থাকলে তোর ঘুম হয় না।

ফতিমা। তা—তা—ঘুম কি কারুর হাত ধরা।

মজবদার। কেন—এইত একটু আগে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি।

ফতিমা। (স্বগতঃ) দেখেছে নাকি?

মজবদার। আর—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলি।

ফতিমা। (স্বগতঃ) এইবার মাথা খেয়েছে—বোধ হয় শুনে থাকবে (প্রকাশ্যে) তা কখনো হয়—আপনি আমায় চাবী দিয়ে গেলেন।

মজবদার। তোর কাছেত মেহেরের ঘরের একটা আলাদা চাবী আছে।

ফতিমা। (স্বগতঃ) কিছু জানে না, খালি ধাপ্পা দিচ্ছে (প্রকাশ্যে) কৈ, না।

মজাদার। যাক্—ও সব কথা যাক্—তুই একটা গান গা।

ফতিমা। এই সারেঙ্গটা একেবারে বেসুরো হ'য়ে আছে।

মজাদার। অমনি গা।

ফতিমা। গলা'টা ধরে রয়েছে।

মজাদার। যে রকম হোক গা।

ফতিমা। আওয়াজ বেরুবে না।

মজাদার। যে রকম হোক গাইতে হ'বে—আমার হুকুম গাইতে হ'বে।

ফতিমা। কি গান গাইব।

মজাদার। তোর যা ইচ্ছে।

ফতিমা। আমার যা ইচ্ছে—আচ্ছা।—

ফতিমা গাহিল—

নেহাৎ বেরসিক—আমার বোঝেনা কিছু।
অন্যদিকে সে চায় যাই, তার পানেতে আমি চাই,
আমার দিকে চাইলে খুঁটি আঙুল দিয়ে পায়ের মাটি
মুখ করে নিচু।
গান দিয়ে সে চলে যায়, চুপটি করে থাকি ঠায়,
চোখের আড়াল হলে পরেই, ছুটি পিছু পিছু।

[গান থামিতে—বাহিরে হাততালি শ্রুত হইল]

মজাদার। ঐ—রাস্তায় কে তোর গান শুনে, তারিফ কচ্ছে।

ফতিমা। (স্বগতঃ) এই রে দফাদার সাহেব এসেছে।

মজাদার। আজ তোর গান বেশ লাগ্‌ছে—তুই "ঘুমায়েছিল সে" গানটা গা।

ফতিমা। ও গান আমি জানি না (স্বগতঃ) আরকি—সব জেনেছে।

মজবদার। তোকে রাস্তার লোকে অমন তারিফ কচ্ছে—আর তুই গাইবি না?—গা—গা—ঘুমায়েছিল সে—গান—গা—।

ফতিমা। (হাটু গাড়িয়া) হুজুর—মাফ করুন—আপনি সব জানতে পেরেছেন—মাফ করুন।

মজবদার। আমি কাউকে মাফ কর্ত্তে পার্ব্বো না—তোকে গাইতে হবেই—আমার হুকুম তোকে তামিল কর্ত্তে হবেই—যদি বাঁচতে চাস ত তোকে গাইতে হবে—"ঘুমায়েছিল সে"—গান—গা।

ফতিমা। (কাঁদ কাঁদ স্বরে গাহিল)—

ঘুমায়েছিল সে বুকে নিভৃত নিলয়ে সুখে—

[দফাদার পাঁচিলে উঠিল—মেহের ভাঙ্গা জানলার গরাদে সরাইয়া এক পা বাহির করিল – মেহেরের পোষাক দফাদারের পোষাক এক রকমের]

দফাদার। না—আমার ঠিক বোধ হচ্ছে না—লাফিয়ে পড়ে লুকিয়ে থাকি (লাফিয়ে পড়ে লুকিয়ে রহিল—ঠিক সেই সময়ে দফাদারের মত পোষাক পরা মেহের সেই গাছের কাছে আসিল—আবদুল খসরু ছুজনে পিছন থেকে মেহেরকে ধরিল—মেহের লজ্জায় মুখে রুমাল দিল)

আবদুল। হুজুর। ধরেছি।

খসরু। বেশী গোলমাল করত বাবা, আমার পায়ের মতন পা করে দোবো।

আবদুল। এই নিন হুজুর।

ফতিমা। (স্বগতঃ) ঐ আবদুল বেটারই সব কাজ (বেঞ্চে বসিয়া পড়িল)

মজবদার। আর মুখ ঢাকলে কি হবে দফাদার সাহেব। আমরা

আপ্‌নাকে চিনে পেয়েছি।—যা—যা—তোরা দফাদার সাহেবকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আয়. দফাদার সাহেবকে বাড়ীর মধ্যে রেখে তোরা সদর দরজায় বসে থাক্‌বি, যাই বারটা বাজ্‌তে আরম্ভ কর্ব্বে তাই চলে আস্‌বি—যা।

[মেহেরকে লইয়া আবদুল ও খসরুর প্রস্থান]

মজবদার। আহা বোচারীর জন্ম আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে—শেষকালে ও কিনা নিজের জালেই ধরা পড়্‌ল, মানুষে যখন নিজের জালে নিজে ধরা পড়ে তখন দুঃখে ও লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যায়, তখন নিজেকে সব চেয়ে ছোট মনে করে। (ফতিমাকে) এখন তোর কি বলবার আছে বল—আমার কাছ থেকে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছিস্।

ফতিমা। আমি ত বলেছিলুম ও আমি পাবার উপযুক্ত নয়।

মজবদার। তুই দফাদারের জন্ম অনেক করেছিলি, কিন্তু কিছুতেই কিছু কর্ত্তে পারিনি—এখন দফাদার সাহেব বাজী হারল—তোকে দেবার মতন আর পার কিছুই থাকবে না। যাক্—তুই ঐ টাকা নিগে যা। এখন মেহেরের সঙ্গে দেখা করে আসি। [প্রস্থান।

ফতিমা। এখন সময় পেয়েছ—বলে নাও [জানলার কাছে গিয়া] দিদিমনি—দিদিমনি।

দফাদার। (গাছের পিছন থেকে) ফতিমা! ফতিমা!

ফতিমা। কে দিদিমনি?

দফাদার। (বাহির হইয়া)—না—আমি দফাদার সাহেব।

ফতিমা। তবে ওরা কাকে ধরে নিয়ে গেল?

দফাদার। তোমার দিদিমনিকে।

ফতিমা। (মহা আনন্দে) আমার দিদিমনিকে—মেহেরবিবিকে—কি

বোলছ' দফাদার সাহেব।—ওরে আমি কি কোর্ব্বো রে—ওরে আমি কি কোর্ব্বোরে—ওবে—ওরে—হাস্তে হাস্তে পেট ফেটে মরে যাবো বে। এই কর্ত্তা আস্ছে।

দফাদাব। আমি এইবার পালাই।

ফতিমা। হাঁ শীঘ্র যান—আপনার বাড়ী যান—ঠিক বাবাটা বাড়ৰাব আগে পৌছুবেন (দফাদার পলাইল) একটা মোড ঘুর্ত্তে হবে বৈত নয়।

(মন্সবদার একটা বালিশ হাতে করে প্রবেশ করিল।)

মন্সবদার। মেহেরের বিছানায় মেহেরের বদলে এইটে ছিল—এখন মেহেব কোথা বলত।

ফতিমা। দফাদার সাহেবের বাড়ী।

মন্সবদার। মেহের, দফাদার সাহেবের বাড়ী?

ফতিমা। কেন আপনার আবদুলই ত তাকে ধরে দফাদার সাহেবের বাড়ী নিয়ে গেছে।

(আবদুলের প্রবেশ)

আবদুল। তাকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে এসেছি।—ওকি, হুজুর দফাদার সাহেব এদিকে আসছে নাকি?

ফতিমা। তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

মন্সবদার। সত্য-সত্যই কি ওরা মেহেরকে ধরে রেখে এল?

(মেহের দফাদার, ও কজেল প্রবেশ করিল)

মেহেব। হাঁ—দাদা মশায়।

ফতিমা। আবদুলকে এর জন্য ধন্যবাদ দিন।

আবদুল। (স্বগতঃ) আমি কি বোকা, ঐ ছদ্মবেশটা আর আমি ধর্ত্তে পাল্লুম না।

দফাদার। এবার থেকে আপনাকে আমি দাদামশায় বোল্‌বো।

মজবদার। এখন সময় পেয়েছ স্পষ্ট কথা বল্‌বে বৈ কি।

ফতিমা। এখন থেকে তোকে আমি স্বামী বলে ডাকবো।

ফজেল। বাবা তোমার মতন ধড়িবাজ মাগ হলে কি আর রক্ষে আছে—পেটে জিলিপির পাক—নাকে দড়ি দিয়ে চর্কি ঘোরাবে ওর চেয়ে আমার কুলসম ভাল—সে সাদাসিদে—অত রং ঢং জানে না।

ফতিমা। বটে ?—তুই আমায় চাস না (কাণ ধরিল)

ফজেল। চাই—চাই—চাই—

ফতিমা। কখন ?

ফজেল। কাল রাত দুপুরের ঠিক আগে আমাদেরও বিয়ে।

ফতিমা। তাই বল্‌।

(ইর্ফানের প্রবেশ)

ইর্ফান। (চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে)—কিছু ভয় নেই হুজুর—এই ইর্ফান থাকতে কেউ ঢুক্‌তে পার্ব্বে না—দরজা ঠিক বন্ধ আছে—আমি ঠিক বুঝেছি খালি আবুবক্কার সাহেব এলে খুলে দোবো [প্রস্থান।

মজবদার। আচ্ছা দফাদার সাহেব—কুলসম কি বিশ্বাসঘাতক ছিল।

দফাদার। না দাদা মশায়।

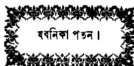
মজবদার। আমি তাকে আবার ডেকে পাঠিয়ে বক্সিস দোবো।

আবদুল। আর আমরাই শুধু মার খেয়ে মলুম।

দফাদার। আমি তোমাদের পুরস্কৃত কোর্ব্বো—কাউকে বিফল মনোরথ কোর্ব্বো না। আজ আমার মহা আনন্দের দিন—আজ আমি

মেহেরের মতন পত্নী পেয়েছি। আজিকার এই সুখস্মৃতি আমার হৃদয়ে আজীবন জাগ্রত থাকবে—আর জীবনের প্রতি রজনীতে আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার কর্ব্বে ঐ রাতদুপুরের বারটার ঘণ্টা কটা।

(নর্ত্তকীগণ প্রবেশ করিল, গাহিল—' আজি মধুর মিলন শর্ব্বরী।)



বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষের (দানীবাবুর) শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের কলিকাতার ৬৮ নং বিডনষ্ট্রীটস্থ মনোমোহন থিয়েটারে সন ১৩২২ সালের ১৫ ই আশ্বিন তারিখে 'বাতদ্রপুরে" প্রথম অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় সুদৃশ্য ও সুরম্য নৃত্য সংযোজনায় ও শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি গীতগুলির সুললিত সুরদানে ও শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস উপযোগী দৃশ্যপট সংযোগে এই পুস্তকের অভিনয় শোভা বর্দ্ধন করেন।



গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।